দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 27 1999 ...
পৃঃ ৬ কলাম ৭ ...

126

মির্জাপুরের পাহাড়ি এলাকা

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে পাঠক্রম ব্যাহত হওয়ায় মির্জাপুর থানার পাহাড়ি এলাকার অনেক ছাত্র-ছাত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। দিন দিনই বাড়ছে এই সংখ্যা। দ্রুত গতিতে বাড়ছে শিক্ষামন্ত্রীদের ঝরে পড়ার হার। এর ফলে এই এলাকায় সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

মির্জাপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্রে জানা গেছে এই থানার পাহাড়ি এলাকার তরফপুর, আজগানা ও বাঁশতৈল ইউনিয়নের ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮শ' ৫০ জন। প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন করে হিসেবে শিক্ষক থাকা প্রয়োজন ১শ' ৩৭ জন। কিন্তু শিক্ষকের পদ রয়েছে মাত্র ৬৭টি। এর মধ্যে ২০টি পদই শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। সূত্র জানায়, তরফপুর ইউনিয়নের ছিট মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৩টি, দরগানিপাড়া বিদ্যালয়ের ৫টি পদের মধ্যে ২টি এবং তরফপুর ও টাকিয়া কদমা বিদ্যালয়ে ১টি করে শিক্ষক পদ শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। একই অবস্থা পাহাড়ি এলাকার আজগানা ইউনিয়নের ৭টি সরকারি বিদ্যালয়েরও। এই ইউনিয়নের ঝোপবাড়ি বিদ্যালয়ের ৬টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৩টি, কুড়িপাড়া বিদ্যালয়ে ২টি এবং লতিফপুর, আজগানা, বংশীনগর, গায়রা বেতিল ও তেলিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে শিক্ষক পদ শূন্য। বাঁশতৈল ইউনিয়নের পাঁচগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অভিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে শিক্ষক পদশূন্য আছে। সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীর তুলনায় এমনিতেই শিক্ষক পদের সংখ্যা কম। এর উপর দীর্ঘ দিন যাবৎ বহু পদ খালি থাকায় সমস্যা আরো বেড়েছে। ফলে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হারও স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে পাহাড়ি এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষক স্বল্পতার কথা স্বীকার করে তিনি জানান, ওই এলাকায় শিক্ষক দেয়া হলেও তদবিরের মাধ্যমে বদলি হয়ে তারা সুবিধাজনক এলাকায় চলে যায়। তিনি জানান, বার বার লিখেও এই থানার ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই সৃষ্টি করা যায়নি। এই দুটি বিদ্যালয় হলো গোড়াই ইউনিয়নের পাথালিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বানাইল ইউনিয়নের পল্লবী নামদারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয় দুটিতে শ্রেণী কক্ষে পাঠসহ অন্যান্য কার্যক্রম মারাত্মক-ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।